তারিখ 08 SEP 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সমকাল

সাক্ষরতা দিবসে ডিজিটাল ভাবনা

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ

তথ্যপ্রযুক্তির অভাবনীয় প্রসার, সাক্ষর-নিরক্ষর নির্বিশেষে বাংলাদেশসহ বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের হাতে মোবাইল ফোন, অনলাইন ও মোবাইল ফোনে বেচাকেনা, কোটি কোটি মানুষের ইন্টারনেট ব্যবহার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস পরিচালনা, শিশু ও শিক্ষার্থীদের তথ্যপ্রযুক্তিতে অভ্যস্ততার প্রেক্ষাপটে আজ ৮ সেপ্টেম্বর দেশে দেশে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হচ্ছে। গত প্রায় এক দশক ধরে বাংলাদেশের মানুষ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কর্মসূচির সঙ্গে পরিচিত। এবার জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা ইউনেস্কো 'ডিজিটাল বিশ্বে সাক্ষরতা' প্রতিপাদ্যে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। উল্লেখ্য, ডিজিটাল কথাটি কয়েক বছর আগেও আমাদের দেশে রাজনৈতিক ঘোষণার মধ্যে সীমিত ছিল। এখন তা বাস্তবতা হিসেবে ধরা দিয়েছে। বিচার বিভাগের ডিজিটাইজেশন, আয়কর পরিশোধ, মোবাইল ব্যাংকিং, চিকিৎসা সেবা, ভ্যাট নিবন্ধন, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক নিবন্ধন, ঈদে অনলাইনে পণ্য কেনাবেচায় রেকর্ড, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল মনিটরিং, অনলাইনে প্রশিক্ষণ, রেল-বিমান-লঞ্চের টিকিট ক্রয়, উৎসবে নববর্ষে ই-কার্ড চালু– এর কোনোটাই এখন আর মানুষের নাগালের বাইরে নয়। বর্তমানে ২৩ হাজার ৩৩১টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ১০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম রয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা বেশ আগে থেকে বলে আসছিলেন, তথ্যপ্রযুক্তি, ডিজিটাল ব্যবস্থা ও উপকরণাদি শিক্ষা প্রসারে এক নীরব বিপ্লবের সূচনা করবে। বঞ্চনা ও বৈষম্যের অবসান ঘটাবে। এ ধারণা ও উপলব্ধিরই স্বীকৃতি মেলে এবারের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণে।

সাক্ষরতার হার নিয়ে দেশ-বিদেশের তথ্যে গরমিল আছে। ওয়ার্ল্ড ফেসবুক ২০১৫'র তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৬১ দশমিক ৫ শতাংশ। ভারতে ৭১ দশমিক ২, পাকিস্তানে ৫৮ দশমিক ২, থাইল্যান্ডে ৯৬, মালয়েশিয়ায় ৯৪ দশমিক ৫, জাপানে ৯৯, দক্ষিণ কোরিয়ায় ৯৯, সিঙ্গাপুরে ৯৬ দশমিক ১ শতাংশ। ৬ সেপ্টেম্বর আমাদের একটি বার্তা সংস্থা ইউনেস্কোর প্রকাশিতব্য ২০১৬ গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্টের উল্লেখ করে যে তথ্য প্রকাশ করেছে, তা নিয়েও সবাই হয়তো একমত হতে পারবেন না। বলা হয়েছে,

বাংলাদেশ ২০৫৫ সালে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করতে পারবে। আর ২০৭৫ সালে পারবে নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জনে। সবচেয়ে দরিদ্র দেশগুলোতে যেখানে ৬ শতাংশ বয়স্ক ব্যক্তি সাক্ষরতা কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত, বাংলাদেশে সে হার ১ শতাংশেরও কম। এ রিপোর্টে অবশ্য জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ড পরিচালনায় জলবায়ু পরিবর্তন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়ে তৈরি নির্দেশিকার ভিত্তিতে ৩০ স্কুলের ১৫১৫ জন শিক্ষার্থী যে প্রশিক্ষণ নেয়, ৬ মাসের মধ্যে তার নাটকীয় ইতিবাচক ফলের উল্লেখ করেছে। রিপোর্টে ওই বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনের প্রশংসা করা হয়।

সাক্ষরতার সঙ্গে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও জাতীয় অগ্রগতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে, তা প্রতিষ্ঠিত সত্য। ফাংশনাল লিটারেসি বা কার্যকর সাক্ষরতা অর্জনে বিনিয়োগের বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে কোন দেশ কতটা ব্যয় করছে? গ্লোবাল এডুকেশন ডাইজেস্ট-এর ২০১৫ সালের তথ্যে জানা যায়, বাংলাদেশ যেখানে শিক্ষায় বাজেটে মোট ব্যয়ের ১৩ দশমিক ৮ শতাংশ ও জিডিপির ২, ভুটান মোট ব্যয়ের ১৭ দশমিক ৮ ও জিডিপির ৬, ভারত মোট ব্যয়ের ১৪ দশমিক ১ ও জিডিপির ৩ দশমিক ৮, নেপাল মোট ব্যয়ের ২২ দশমিক ১ ও জিডিপির ৪ দশমিক ৭, পাকিস্তান মোট ব্যয়ের ১১ দশমিক ৩ ও জিডিপির ২ দশমিক ৫ শতাংশ ব্যয় করছে। কথা ও কাজে ব্যবধান, সিদ্ধান্তহীনতা ও অদূরদর্শিতা সাক্ষরতা অর্জন তথা মানবসম্পদ উন্নয়নে যে কত বড় বাধা; উল্লিখিত পরিসংখ্যানগুলো তা নির্ভুলভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। যারা বলেন অথবা না বলেও মনে করেন, সাক্ষরতা বা দু'কলম লেখাপড়া না শিখেও তো মানুষ কিছু করে খাচ্ছে, তাদের অবস্থান শুধু অযৌক্তিক নয়; অদূরদর্শী ও অমানবিকও।

এ বছরের সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে ইউনেস্কোর মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা বলেছেন, বিশ্বের ৭৫০ মিলিয়ন প্রাপ্তবয়স্ক এখনও সাক্ষরতার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন থেকে অনেক দূরে। ২৬৪ মিলিয়ন শিশু ও তরুণ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তথ্য ও যোগাযোগ বিষয়ক প্রযুক্তি এসব বাধা মোকাবেলায় ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। ডিজিটাল উপকরণাদি শিক্ষায় অভিগম্যতা বৃদ্ধি ও মানসম্মত শিক্ষা প্রসারে এখনই বিশাল অবদান রাখছে। নাগালের বাইরে থাকা মানুষদের কাছে নিয়ে আসা থেকে শুরু করে সাক্ষরতা অর্জন ও সাক্ষরতার মান উন্নয়নে এবং এ ক্ষেত্রে মনিটরিং করতে ঐতিহাসিক, ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্যপ্রযুক্তি কীভাবে অবদান রাখতে পারে, আমরা ইতিমধ্যে সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। সাক্ষরতা অর্জন, শিক্ষা ব্যবস্থার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন, গুণগত উৎকর্ষ ও মনিটরিংসহ জবাবদিহি নিশ্চিতে তা বিস্ময়কর অবদান রাখতে পারে। সে জন্য প্রয়োজন সরকারের দিক থেকে সময়োপযোগী পরিকল্পনা তৈরি করে যে কোনো অশুভ প্রভাবের বাইরে থেকে পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ; জাতীয় কর্মসূচিগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন; অভিজাত ও ধনীর বলয় থেকে বের হয়ে আসা প্রযুক্তিকে নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য বিমোচনে, অবহেলিত পশ্চাৎপদ মানুষদের সম্পদ হিসেবে রূপান্তরে যথাযথভাবে সদ্ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ।

● **জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য; চেয়ারম্যান ইনিশিয়েটিভ ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (আইএইচডি)**
initiativedhaka@gmail.com